



2148 - চিকিৎসা করানো ও রোগীর অনুমতিনিওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

ইসলামে চিকিৎসা করানোর হুকুম কী? বিশেষ করে যবে সকল রোগ থেকে আরোগ্য লাভরে ব্যাপারে আশা নহে। রোগীর চিকিৎসা শুরু করার আগে কিতার অনুমতিনিতি হব? বিশেষতঃ জরুরী পরিস্থিতিতে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১৪১২ হিজরী সনে জদ্দেদায় অনুষ্ঠিত হওয়া ইসলামী ফকিহ একাডেমির সপ্তম সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বর্ণিত হয়েছে:

“এক: চিকিৎসা করানো:

চিকিৎসা করানোর মূল হুকুম হল এটা বধে। কারণ কুরআন কারীম এবং বাচনিক ও কর্মগত সুন্যাহতে উক্ত বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। অধিকন্তু এর মাধ্যমে জীবন রক্ষা পায় যা শরীয়তরে সামগ্রিক মাকসাদ তথা উদ্দেশ্যে অন্তিম।

চিকিৎসা করানোর হুকুম ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়:

- কোনও ব্যক্তি চিকিৎসা ছড়ে দলে যদিতার পরণিত হয় মৃত্যু বা অঙ্গহানিকথিবা অক্ষমতা কথিবা যদিতার রোগে কষতিটা অন্তরে মাঝে ছড়িয়ে পড়ে; যমেন: সংক্রামক ব্যাধি; তাহলে তার উপর চিকিৎসা করানো ওয়াজবি।
- আর যদি চিকিৎসা ছড়ে দলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে; কনিতু প্রথম অবস্থার মত পরণিত না হয় তাহলে মুস্তাহাব।
- উপর্যুক্ত দুই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত না হলে চিকিৎসা করানো মুবাহ তথা বধে।
- যদি চিকিৎসা করতে গেলে এমন কাজ করতে হয় যটোর কারণে রোগ বহুগুণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে চিকিৎসা করানো মাকরুহ।

দুই: যবে রোগগুলো থেকে সুস্থতার আশা নহে সগেলোর চিকিৎসা:

ক. মুসলমিরে আকীদার হলো রোগ ও সুস্থতা আল্লাহর হাতে। চিকিৎসা করানোর অর্থ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ যবে মাধ্যমগুলো দয়িচ্ছেনে সগেলো গ্রহণ করা। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া থেকে নরিশ হওয়া জায়যে নহে। বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে সুস্থতা আসবে এই আশা বাকি থাকতে হব। চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয়দের উচিত রোগীর মনোবল দৃঢ় করা, নিয়মিত তার যত্ন



নওয়া এবং তার মানসিক ও শারীরিক বদেনা কমানোর চেষ্টা করা; সে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কনিহে সটোর দকিে ভরুক্শপে না করহে।

খ. যবে রোগটকিে আরোগ্য লাভবে আশা নহে মরমে গণ্য করা হয় সটে চকিৎসকদবে সদিধানত, প্রত্যকে কালবে ও স্থানবে বদিযমান চকিৎসাবজ্জিঞানবে সক্ষমতা এবং রোগীর অবস্থার ভিত্তিবে।

তনি: রোগীর অনুমত:

ক. রোগীর অনুমত নিয়োর শর্তারোপ করা হববে যদি সবে অনুমত দিয়োর পরপূরণ উপযুক্ত হয়। কনিতু যদি সবে উপযুক্ত না হয় কথিবা তার উপযুক্ততায় ঘটতি থাকবে তাহলে শরয়ী অভভিবকতবে ক্রমানুযায়ী যনি তার অভভিবক হববে তার অনুমতই ধরতব্য। আর সটে শরীয়তবে বধি-বধিান অনুসারে হববে, যা অভভিবকবে কার্যক্রমকবে অধীনস্থ ব্যক্তরি উপকার ও কল্যাণ সাধন এবং অনষ্টি দূর করার দায়িতবে মধ্যবে সীমতি কবে। তববে ঐ ক্শতবে অভভিবক কর্তৃক অনুমতনা দয়োকবে ববিচেনা করা হববে না যদি এর মধ্যবে তার অধীনস্থবে সুস্পষ্ট ক্শতলিক্শণীয় হয়। সকে্ষতবে অন্য অভভিবকদবে কাছবে দায়িত্ব চলবে যাববে। সবশষে শাসকবে উপর দায়িত্ব অর্পতি হববে।

খ. কছি কছি অবস্থায় শাসক চকিৎসা গ্রহণবে বাধ্য করতবে পারবে। যমেন: সংক্রামক ব্যাধি, টকিা এবং প্রতরিধেমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. অ্যাম্বুলনেসবে করে আক্রান্ত কোনবে ব্যক্তকিে আনা হলে তার জীবন যদি হুমকরি মুখে থাকবে তাহলে চকিৎসা অনুমতরি উপর নরিভর করবে না।

ঘ. চকিৎসা সংক্রান্ত গবষণার আওতায় আনতবে হলে অনুমত দিয়োর পরপূরণ উপযুক্ত ব্যক্তি থকবে সম্মত নিয়ো আবশ্যক। যাতবে কোনবে ধরনবে জবরদস্তরি লশে থাকবে না; যমেন: বন্দদিবে ক্শতবে ঘটবে কথিবা কোন আর্থকি প্রলভন থাকবে না, যমেন: নঃস্ব ব্যক্তদিবে ক্শতবে ঘটবে। তাছাড়া এ সকল গবষণা চালানবে কারণবে কোন ক্শতনা বর্তানবে আবশ্যক। সম্মত দিয়োর উপযুক্ত নয় কথিবা উপযুক্ততায় ঘটতি আছে এমন ব্যক্তদিবে ওপর চকিৎসা সংক্রান্ত গবষণা চালানবে জায়বে নয়; এমনকি যদি তাদবে অভভিবকগণ সম্মত দিবে তবুও।”

[মাজমাউল ফকিহলি ইসলামী, সপ্তম সংখ্যা (খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৭২৯)]